কংগ্রেসে ফাটল

০১.১২.১৯৬৫—গাড়োয়ান

সৎবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে মহৎ উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি এই কংগ্রেস জাতীয় দল সংগঠন করেন। উদ্দেশ্যের সঙ্গে কর্মের মিল হলেই সেই কাজ অতি সুন্দর হয়। যেই নীতির বাঁধনে কংগ্রেসকে গড়তে হয়েছিল, আজ দেখছি দিনের পর দিন বাঁধন বাঁধনে না এসে ক্রমশঃ খুলে যাচ্ছে। সেদিনকার মহৎ উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট কংগ্রেস আজ কোথায়! এটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের। চীৎ হয়ে থুথু ফেললে নিজের বুকেই পড়ে। দেশসেবক বহু কর্ম্মী যাঁদের নাম আজ খাতায় নেই— তাঁরা মনে প্রাণে দেশকেই সেবা করে মাটির সাথে মিশে আছেন। সত্যিকারের বহু কর্ম্মী দেশের জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করেছেন। কেন করেছেন? তাঁরা নাম চাননি, কাম চেয়েছিলেন। যেখানেই যিনি নাম চাইতে গেছেন-সেখানেই তিনি ডুবেছেন, ডুবিয়েছেন এবং ডুবাচ্ছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভনে, যশের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যে কতদূর অধঃপাতে যেতে পারে তা ভাষায় বলা যায় না। আজকের কর্ম্মীদের মধ্যে এটাই বেশী দেখা যাচ্ছে। দেশ দেশ করে তারা চীৎকার করছে। দেশ রসাতলে যাক, আমার নামটি জেগে উঠুক। সাধারণ দৃষ্টান্ত ভোটপ্রার্থী। ভোটপ্রার্থী যারা, তাদের গণ্ডীর মধ্যে তারা চেষ্টা করে-কিভাবে ভোট পাবে। এটাই নিয়ম। যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী সুবিধা দিতে দ্বিধা করছে না— নিজের স্বার্থের জন্য। আর তারি পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এলাকায় সবাই মরে যাক, ক্ষতি নাই। 'ও আমার ভাববার নয়'। তাও যদি সকল ভোটপ্রার্থী যার যার এলাকাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলত, তবুও একটা দৃষ্টান্ত থাকতো। মোটমাট প্রতিটি কার্য্যকলাপের মাধ্যমেই প্রতি মুহূর্তে তাদের অতি হীন মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এত বছর চেষ্টা সত্ত্বেও দেশবাসীকে কংগ্রেসগত প্রাণ করতে আজও পারল না। এ অক্ষমতার জন্য দায়ী কে বা কারা? Handsup!—টাকা নিয়ে চলে গেল। সেটা তাকে দান করা হ'ল না—প্রাণের দায়ে তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল শুধু। আজ আমাদের উপরে সেই ধমকির Handsup! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বাধ্য হয়ে কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হচ্ছে। বড় দুঃখের কথা এটা। প্রেম দিয়ে যেটা করতে পারতো—সেটা বুলেট দিয়ে করছে। এটা মোটেই সুন্দর না। এগুলি হচ্ছে ফাটলের সূত্রপাত।

আমি কংগ্রেসকে ভালবাসতাম। মনে প্রাণে তার সেবায় বহু বছর কাটিয়েছি। আজ দেখলাম দেশের ক্ষতিই করেছি, সেবা করিনি। কিন্তু সহজ সরল মন নিয়েই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। আজ দেখলাম কতগুলি মূর্খকে, অবুঝ অন্ধকে তুলে ধরে রেখেছি। যে operation জানে, সেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারাই operation করা শ্রেয়। যে জানেনা, শুধু ক্লোরফর্ম্মে দক্ষ— তাকে operation -এর ভার দেওয়াটা যেরকম মূর্খতা, আমি সেই মূর্খতাই করেছি। যে পাপ করেছি— তার প্রায়শ্চিত্ত করা আমি উচিত মনে করি। আমি মনে করি কোন দেবপীঠে এই প্রায়শ্চিত্ত করলেও মুক্তি পাওয়া যাবে না।

যাঁরা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন করেছিলেন, তাঁরা পূজ্য—তাঁদের শ্রদ্ধা করি। তাঁদের উপদেশ ও চিন্তাধারাকে আমরা অমর্য্যাদা করেছি। বলবার অধিকার সকলের আছে। যার ব্যথা—ব্যথার কথা সে বলবেই। আমি সেই ব্যথায় এখন ব্যথিত। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে ভিতরকার পুঞ্জীভূত গলদগুলো। আজ শোধরাবার চেষ্টা তাদের আয়ত্তের বাইরে। আজ তারা আসন ও গদীর লোভে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। শকুনি যত ঊর্দ্ধেই থাকুক না কেন, দৃষ্টি তার ভাগাড়ে। বুলিগুলি খুব বড় বড়-কিন্তু মন অতি নিম্নগামী। আজ নিজেদের ভেতরে দ্বন্দ্ব চলছে, খাওয়া খাওয়ি, মারা মারি চলছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না— একজন আর একজনকে দাবিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। প্রয়োজন বোধে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। এবং সেই সুযোগ নিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার চলছে, দেশবাসীর উপর অত্যাচার চলছে। Truth ক্ষমা করবে না। দিনের পর দিন চরম অশান্তির দীর্ঘশ্বাস তাদের উপর অভিশাপে পরিণত হবে। এর থেকে কেউ রেহাই পাবে না। স্রষ্টা তার দানে, নিয়মে এতটুকুও ব্যতিক্রম করেননি। সূর্য্য তার আলো দিতে একটুও কার্পণ্য করেনি। এর মধ্যে কৃপণতা আনছে কারা? স্ব-ইচ্ছায় অশান্তিকে আমন্ত্রণ করছে কারা? ব্যক্তিগত সামান্য যশের লোভেতে প্রলুব্ধ আছে যারা—ক্ষতির মূলে তারাই। সুযোগ ধরে ধরে—সুযোগ নিয়ে দেশকে সাময়িক প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই পুল্‌টিশ বেশীদিন থাকবে না। স্বরূপ প্রকাশ হবেই হবে। ফাটল অনিবার্য্য।

আমাদের চিন্তাধারাকে স্বাভাবিকভাবে এরাই মোড় ঘুরিয়ে আমাদের সেই পৌরাণিক যুগে নিয়ে যাচ্ছে। সেদিন সামনেই। ঘরে ঘরে দণ্ড হাতে দণ্ডীরা বেরিয়ে যেত-- যেখানে অন্যায় গলদ দেখত, সেখানেই দন্ডীরা দাঁড়িয়ে যেত। দেশ থাকবে ন্যায়ের পূজারী—অন্যায়ের জন্য দণ্ড। আমাদের আজ সেই ব্রতেই ব্রতী হতে হবে। আমরা আজ দণ্ডের যুগে, ত্রিশূলের যুগে চলে যাব। উপনয়নান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে-বার বৎসর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হ'ত। আজ সেটা বার দিনে পর্য্যবসিত হয়েছে। এর নাম যজ্ঞোপবীত। মুণ্ডন হয়ে, কোপীনবন্ত হয়ে তারা যজ্ঞের নিকট শপথ নিত-দিবানিদ্রা নিষেধ, যেখানে অন্যায় সেখানে দণ্ড। এই দণ্ড ন্যায়ের প্রতীক। শিবের, রুদ্রের ত্রিশূল মাফিক আমরা এই ত্রিশূল দিয়ে অসুরকে বিনাশ ক'রব। ভারতবর্ষ যখন নীতিরই পূজারী, কংগ্রেস সেই নীতিচ্যুত, শাস্ত্রের ন্যায়ের দণ্ড আমরা ছাড়বো না। আমরা ঘরে ঘরে ন্যায়ের বিপ্লব, নীতির বিপ্লব আনবো। এবং প্রতিবিধান আমরা ক'রবই ক'রব। সেদিন সূর্য্যগ্রহণ দেখলাম। সূর্য্যকে গ্রাস করার মামুলী কথাই বলছি। এমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকেও গ্রাস করে। তখন নিজের তেজেই সে তার কবল থেকে মুক্ত হয়। আজ ভারতও এমন একটা দুর্নীতিবাদ দ্বারা গ্রস্ত—আমাদের সেই দণ্ডের দ্বারাই তাকে সমূলে বিনাশ করতে হবে।

সূর্য্যের থেকে যখন আমাদের সৃষ্টি— সেই father এর নিকট— সেই অনির্বাণ হোমশিখা, যে আমাদের প্রতি মুহূর্তে খুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, তোমরা শপথ নাও—'মদ্‌গত প্রাণ হয়ে আমার মত কাজে তোমরা ব্রতী হও। তবেই সত্যিকারের আলো খুঁজে পাবে। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি খুঁজে পাবে।' চন্দ্র নিষ্প্রভ—তবে সূর্য্যগত-প্রাণ বলে তার আলোকে আলোকিত। সেই স্নিগ্ধ আলোই সে সবাইকে দিতে চায়। আমরাও সেই জ্যোতি হতে জ্যোতি নিয়ে স্নিগ্ধ আলোতে স্নিগ্ধতা আনবো।